FEB 28 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগে অনিয়ম ও ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টে দুর্নীতির তদন্ত দাবী

অলিউল্লা নোমান ।। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অনিয়ম এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের সাবেক চীফ ইঞ্জিনিয়ার শেখ সিদ্দিক মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত জাতীয় সংসদের সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। গতকাল (মঙ্গলবার) অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়।

বৈঠক সূত্র জানায়, কমিটির সদস্য আলমগীর কবীর এমপি বৈঠকে দীর্ঘ বক্তব্যে বলেন, যেখানে কলেজের প্রভাষক হওয়ার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে সকল পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ সেখানে শিক্ষা জীবনে একাধিক তৃতীয় বিভাগ অর্জনকারী একজন কিভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হলেন তা একটি বড় প্রশ্ন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ১৩শ' কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো এমন নিম্ন যোগ্যতাসম্পন্ন লোককে ভিসি নিয়োগ করা হয়নি। দুর্গাদাস ভিসি হয়ে পরীক্ষায় নকলকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। দুর্গাদাস ভিসি হওয়ার পর দলীয় রাজনীতি আনুগত্যের কারণে তিনি দুর্নীতি এবং নকল প্রতিরোধে যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তার সব কিছুই পরিবর্তন করেন। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে নকল যাতে হয় এ জন্য সব ব্যবস্থা করে নকলকে জাতীয়করণ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়। এই অভিযোগ করে আলমগীর কবীর এমপি বলেন, পরীক্ষায় নকল ও দুর্নীতি নিয়ে আজ সংসদীয় কমিটিতে

৫-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগে অনিয়ম

১-এর পৃষ্ঠার পর

আলোচনা হচ্ছে।

কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বোন (কাবেরী ভট্টাচার্য) ব্যবস্থাপনায় অনার্স পরীক্ষায় ফেল করে। অথচ তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ দেখানো হয়। বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হলে পরে তৃতীয় বিভাগ দেখানো হয়েছে। একই ব্যক্তি আবার মাস্টার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান লাভ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর (শেখ মুজিবের শাসন আমলে) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভিসি তার ছেলেকে এভাবে পাশ করিয়ে ছিলেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, বি[illegible]বিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী কোন কর্মকর্[illegible] সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকতে [illegible]রেন না। অথচ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে[illegible] বর্তমান ভিসিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে দেখা যায়। উল্লেখ্য, দুর্গাদাস ভট্টাচার্য এসএসসি পরীক্ষায় ২য় বিভাগ, আইকম পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ, বিকম পরীক্ষায় ১৯৬২ সালে অটোপ্রমোশন, অর্থনীতিতে মাস্টার্স পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তিনি রাশিয়ার লেলিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন বলে দাবী করা হয়।

ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের সাবেক চীফ ইঞ্জিনিয়ার আবদুল মান্নান সম্পর্কে অভিযোগ করে আলমগীর কবীর বলেন, তার বিরুদ্ধে শ' শ' কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তার দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে সরকার কোটি কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তার এই দুর্নীতির তদন্ত হওয়া উচিত। জাতি জানতে চায় এই দুর্নীতির পরও তিনি কিভাবে চাকরিতে বহাল আছেন।

তখন উপস্থিত একজন সদস্য বলেন, আবদুল মান্নান ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের জন্য যোগ্য লোক, তাকে ছাড়া এই ডিপার্টমেন্ট চলবে না জবাবে আলমগীর কবীর বলেন, চোর, ডাকাত এবং দুর্নীতিবাজরাই আজ প্রশাসনের যোগ্য লোক। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তাকে ছাড়া ডিপার্টমেন্ট চলবে না এ কথাটা ঠিক নয়। তিনি যদি কোন অপরাধ করে থাকেন তার শাস্তি হওয়া উচিত। সরকার কাউকে বসিয়ে রাখতে পারে না। তাকে ওএসডি করা হয়েছে এটা কোন শাস্তি নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্য লোককেই ভিসি নিয়োগ করা হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী মন্তব্য করেন। এ সময় আলমগীর কবীর এমপি বলেন, আমার মনে হয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কথাটি বলছেন।

বৈঠকে আগামী এসএসসি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, যে স্কুলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সেই স্কুলের ছাত্র নিজেদের স্কুলে পরীক্ষা দিতে পারবে না। পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশের স্কুলকে পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে। কোন কেন্দ্র রদবদল না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশে ১৪৪ ধারা জারি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত বৈঠকে উল্লেখিত বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কমিটির সভাপতি নূরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, বিএনপি'র আলমগীর কবীর এমপি; মশিউর রহমান এমপি, জাতীয় পার্টির বেগম রওশন এরশাদ এমপি, আওয়ামী লীগের বেগম রাজিয়া মতিন চৌধুরী এমপি, শিক্ষা সচিব ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন।